প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
১.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১-৩০/৬/২০১৮) উদ্দেশ্যঃ হাঁসের ডিম ও হাঁসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা ও আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্প এলাকাঃ ১৪ টি হ্যাচারী স্থাপনঃ এর মধ্যে কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ; বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ ও নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নতুন করে জমি অধিগ্রহণ ও হ্যাচারি স্থাপন। মাদারীপুর পোল্ট্রি ফার্ম, পটুয়াখালী পোল্ট্রি ফার্ম, কিশোরগঞ্জ পোল্ট্রি ফার্ম, বাগের হাট পোল্ট্রি ফার্ম, কুড়িগ্রাম পোল্ট্রি ফার্ম, ভোলা ও নীলফামারী পোল্ট্রি ফার্মকে হ্যাচারিতে রূপান্তরকরণ। ৪টি রিয়ারিং ইউনিটকে হ্যাচারীতে রূপান্তরকরণ: মাগুরা, নেত্রকোণা, মংমনসিংহ ও হবিগঞ্জ। গাবখান,ঝালকাঠি বন্ধ থাকা রিয়ারিং ইউনিট কে পুনরায় চালু করা।	১৭৭০৩.৯৯ সংশোধিত ২১৭৬০.০০	৪২৪৭.০০	৬১৯.৩২ (১৪.৫৮%)	১৫২২১.৩৬ (৬৯.৯৫%)	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ ১। ১২ একর জমি অধিগ্রহণ (নেত্রকোণা, মাগুরা ও হবিগঞ্জ রিয়ারিং ইউনিটে প্রতিটির জন্য ১.০০ একর করে মোট ৩.০০ একর, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নাসিরনগর-বি'বাড়ীয়া, প্রতিটির জন্য ৩.০০ একর করে মোট ৯.০০ একর)। ২। ১৪ টি হ্যাচারীতে অবকাঠামো নির্মাণ (প্রতিটি হ্যাচারিতে অফিস, হ্যাচারী ভবন, ৬টি লেয়ার শেড, ১টি ব্রুডার শেড, ১টি গ্রোয়ার শেড, ১টি খাদ্য গুদাম ইত্যাদি) ৩। হ্যাচারীসমূহের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয়। ৪। পিওর ব্রীড(পিকিন,খাঁকী ক্যাম্বল, ইন্ডিয়ান রানার) হাঁসের ডিম সংগ্রহ করে বাচ্চা উৎপাদন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে খামারী/কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করা । ৫। ২৭টি যানবাহণ (১৩টি মোটরসাইকেল, ১৩টি পিক-আপ, ১টি জীপ) ক্রয়। ৬। ১৯৯ জন জনবল নিয়োগ।	১। ১২ একর জমি অধিগ্রহন সম্পন্ন। ২। ১৪টি হ্যাচারি নির্মাণ কাজের মধ্যে ১২টি হ্যাচারী'র নির্মাণ কাজ ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে এবং ২টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অপর ১টি রিয়ারিং ইউনিট (ঝালকাঠি)-এর মেরামত ও সংস্কার সম্পন্ন। ৩। ১২ টি হ্যাচারীর জন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ৪। ১১টি হ্যাচারী (কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, মাগুরা, নীলফামারি, সিরাজগঞ্জ,বাগেরহাট, ভোলা, পটুয়াখালী, মাদারীপুর এবং কিশোরগঞ্জ এপ্রিল/১৭ চালু করা হয়েছে। ৫। আমেরিকা হতে হাঁসের গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টকের ডিম সংগ্রহ করতঃ প্যারেন্ট স্টক তৈরী পূর্বক সেখান হতে উৎপাদিত ৩৫,৭২০ টি হাঁসের বাচ্চা সরকারী খামারে পালিত হচ্ছে এবং জনগনের মাঝে ১১,০৫,৫০২/- টাকার হাঁস, বাচ্চা ও ডিম বিক্রয় হয়েছে। ৬। ১৯টি যানবাহণ (৮টি মোটরসাইকেল, ১০টি পিক-আপ, ১টি জীপ) ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ১২৫ জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে (কর্মকর্তা-৫+কর্মচারী-১২০)। ৮। ১২ টি ইনকিউবেটর বিভিন্ন খামারে সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৬/০৫/২০১৫ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
২.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/৬/২০১৮) উদ্দেশ্যঃ উদ্যোক্তা , এআই কর্মী, টিকাদান কারী ও স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করণ এবং গবাদী পশু হাঁস মুরগীর রোগ অনুসন্ধান দমন ও নিয়ন্ত্রণ । প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।	মূল- ৩০৬২.০০ সংশোধিত- ৪৫৬৪.১৭	১৫০০.০০	২.০০ (০.১৩%)	২৯৪৩.৪৫ (৬৪.৪৯%)	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ১। ৫ একর ভুমি অধিগ্রহণ ২। একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (এফডিআইএল, ভেটেরিনারি ক্লিনিক , অফির্সাস ডরমেটরি, স্টাফ ডরমেটরি, বয়েজ ও লেডিস হোস্টেল, সিমানা প্রাচীর) ৩। আসবাপপত্র ও এফডিআইএল এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়। ৪। কৃষক/খামারী , কৃত্রিম প্রজনন কর্মী, সেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫। রাজস্ব খাতে ৫৫ টি পদ সৃষ্টির সংস্থান রয়েছে।	১। ৫ একর ভুমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন। ২। একাডেমিক ভবন এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন । ৩। অফিসার্স ডরমেটরি হস্তান্তর সম্পন্ন। ৪। প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাট সম্পন্ন। ৫। বয়েজ হোস্টেল, লেডিস হোস্টেল,এফডিআইএল বিল্ডিং, স্টাফ ডরমেটরি বিল্ডিংসমূহের কাজ চলমান রয়েছে। ৬। প্রিন্সিপাল কাম পিএসও কোর্য়াটার এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন এবং ক্যাটল সেড, পোল্ট্রিসেড, মসজিদ ও ইনসিনারেটর হাউজ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৭। গোট সেড, সিপ সেড, ড্রেন এবং এ্যাপ্রোচ রোড, টিউবওয়েল ও ওয়াটার ট্যাংক এর নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিদপ্তর থেকে রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ০৫/০২/২০১৫ ইং তারিখে ২৬২ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/৭/২০১১-৩০/৬/২০১৮) উদ্দেশ্যঃ নতুন ইউএলডিসি ভবণ স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সেবার মান বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। প্রকল্প এলাকাঃ ৭ টি বিভাগের ৪৭টি জেলার ৮৬ টি উপজেলা (নবসৃষ্ট ২৪টি)	৮০৯৩.৪৮ সংশোধিত ১৩১১৫.০০	৩৪৮৮.০০	৩১৮.৯৫ (৯.১৪%)	৯৯৩৫.৫৬ (৭৫.৭৫%)	অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ ১। ৪৭টি জেলায় ৮৬টি উপজেলায় দুই তলা ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ। যার মধ্যে ২৪টি নবসৃষ্ট উপজেলায় ইউএলডিডিস ভবন নির্মাণের জন্য ৭.২০ একর জমি অধিগ্রহণ (প্রতিটি ০.৩০ একর করে)। ২। প্রাণি চিকিৎসা শেড- ৮৬টি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- ৫৯টি ও প্রাণি পর্যবেক্ষণ শেড- ৫৯টি নির্মাণ। ৩। ডিএলএস নিউট্রিশন ভবনের ৫ম তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ। ৪। ৮৬ টি ইউএলডিসি এর জন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়।	১। ৭৩ টি ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন । ২। ১২ টি নবসৃষ্ট উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন। ৩। ১৯ টি ইউএলডিসি ভবণের নির্মাণ কাজ প্রায় ৭০%-৯০% সম্পন্ন হয়েছে। ৪। অবশিষ্ট ১টি'র ভূমিঅধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। ৫। প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন প্রাণিপুষ্টি ভবনের ৫ম তলা সম্প্রসারণের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬। পিআইইউ অফিস এবং গাড়ী রাখার জন্য ২টি গ্যারেজ মেরামত করা হয়েছে। ৭। ৫৬ টি উপজেলায় আসবাবপত্র সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। ৮। ৭৪ টি উপজেলায় ভেটেরিনারি রিকুইজিট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান। ৯। ২৫ টি উপজেলায় কম্পিউটার সরবরাহ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২য় সংশোধিত ডিপিপি ০৯/০৬/২০১৫ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
৪.	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি)(২য় পর্যায়) (০১/৭/২০১২-৩০/৬/২০১৮) উদ্দেশ্যঃ ভেড়া পালনে খামারী/ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ৪৮০ টি উপজেলা।	৩১৬০.৮৬	৫০০.০০	৩০.৭৮ (৬.১৬%)	২৬৭৩.৩৬ (৮৪.৫৭%)	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ঃ ১। ৩টি ডেমনস্ট্রেশন ভেড়ার খামার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আইসোলেশন শেড ও খাদ্য গুদাম নির্মাণ (রাজাবাড়িহাট, রাজশাহী; শেরপুর, বগুড়া ও বাগেরহাট) ২। ৬৪টি জেলার ৪৮০টি উপজেলায় ১৩০০০জন ক্ষুদ্র খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সমাগ্রী প্রদান। ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এবং প্রকল্পে নিয়োজিত মাঠ কর্মীদের ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। ভেড়ার খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার, ফেস্টুন ইত্যাদি বিতরণ। ৫। ভেড়ার খামারিদের সাপোর্ট সার্ভিস হিসেবে কৃমিনাশক, ঔষধ, টিকা ইত্যাদি প্রদান। ৬। দানাদার খাদ্য, ফার্মের যন্ত্রপাতি ক্রয়। ৭। ডিপিপিতে ৩৪ টি পদের সংস্থান রয়েছে(প্রেষণে ২, সরাসটি ১৬ (কর্মকর্তা ৭,কর্মচারী ৯),আউটসোর্সিং ১৬)। ৮। পুরস্কার বিতরণ -৬৫৭ জন খামারী এবং সেড নির্মান সহায়তা -৭০৫ জন খামারীকে ৯। ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০জন করে মোট ৫০০জন খামারিকে বিনা মূল্যে ১৫০০টি ভেড়া বিতরণ।	১। রাজাবাড়ীহাট, শেরপুর ও বাগেরহাটের ভেড়া খামারের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং খামারের কার্যক্রম চলছে । ২। ১২,৫৪০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। ৫০০ জন মাঠ কর্মীকে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪। ২৪০ জন কর্মকর্তা কে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪। ১২৩,৫০০টি বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার, ফেস্টুন ইত্যাদি বিতরণ ৫। ৭.৭০ লক্ষ ডোজ কৃমিনাশক, ঔষধ, টিকা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। ৬। ৩টি পার্বত্য জেলায় ২২ টি উপজেলায় ৪৪০ জন আগ্রহী ভেড়া পালনকারীদের মধ্যে ১৩২০টি ভেড়া/ ভেড়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৭। পুরস্কার বিতরণ এবং সেড নির্মানে সহায়তা করা হয়েছে। ৮। দরপত্রের মাধ্যমে খামারের খাদ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। অধিদপ্তর থেকে রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ২৮/১২/২০১৪ ইং তারিখে ২৩৭২ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
৫.	সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (০১/০১/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৮) উদ্দেশ্য ঃ ডিভিএম এবং এএইচ বিষয়ে সমন্বিত ডিগ্রি প্রদানের মধ্যেমে দক্ষ জনবল তৈরি। প্রকল্প এলাকা ঃ বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	৮০১২.৭০	১৫০০.০০	৩.৯৭ (১.৩২%)	৬২৬৬.৭৮ (৭৮.২১%)	প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ ১। ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ। ২। ৬ তলা একাডেমিক ভবন, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ল্যাব স্থাপন, ৪ তলা ক্যাফেটেরিয়া, শিক্ষক ডরমেটরী, গেস্ট হাউজ, অডিটরিয়াম, মেডিক্যাল সেন্টার, ৩ তলা ছাত্র হোস্টেল, ৩ তলা ছাত্রী হোস্টেল, শিক্ষকদের ৪ তলা বাসভবন, ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের ৫ তলা বাসবভন এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের ৫ তলা বাসবভন নির্মাণ। ৩। সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ। ৪। ভূমি উন্নয়ন ও ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়। ৫। কলেজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়।	১। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন। ২। একাডেমিক ভবন, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, অডিটরিয়াম, মেডিক্যাল সেন্টার, ৩ তলা ছাত্র হোস্টেল, শিক্ষকদের ৪ তলা বাসভবন, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের ৪ তলা বাসবভন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ৩। ৩ তলা ছাত্রী হোস্টেল (৭৯%), ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের ৪ তলা বাসবভন (৮৯%) সম্পন্ন। ৪। ভূমি উন্নয়ন আংশিক ও ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী ক্রয় সম্পন্ন। ৫। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৬। এ্যানিমেল সেড এবং অভ্যন্তরিণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ঘাটসহ পুকুর ও মসজিদ নির্মান সম্পন্ন।
৬.	বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৮) উদ্দেশ্যঃ দেশে একটি টেকসই এবং লাভজনক মাংসল জাতের গবাদি পশুর উন্নয়ন করে আমীষের চাহিদা পূরণ ও আত্ন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ। প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮ টি জেলার ১২৫ টি উপজেলা।	২৫৫৬.৭৬ সংশোধিত ৩২২২.৭২	৮০০.০০	৬১.৫৩ (৭.৬৯%) সংশোধিত ডিপিপি ০৭/ ১২/২০১৬ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।	২৪৫৭.৯৬ (৭৬.২৬%)	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ঃ ১। ব্রাহমা জাতের ৬০,০০০ মাত্রা সিমেন আমদানী। ২। প্রকল্প এলাকায় ১০৪০০জন কৃষক বা খামারী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩। নির্বাচিত কৃষক বা খামারীদের নিকট থেকে ২০৮০০টি গাভী নির্বাচন। ৪। নির্বাচিত কৃষক বা খামারীদের নিকট থেকে ব্রাহমা সংকর জাতের ১৫০টি ষাঁড় বাছুর ক্রয়। ৫। বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ১৫০ টি ষাঁড় বাছুর হতে ৩০ টি ব্রিডিং বুল নির্বাচন। ৬। লিকুইড নাইট্রোজেন ও প্রাণির খাদ্য ক্রয় ৭। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৩৯০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান ৮। কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সাভারে ৩ টি বুল সেড ৬ টি কাফ সেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ৯। অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৫টি পদের সংস্থান রয়েছে।	১। ব্রাহমা জাতের ৬০,০০০ মাত্রা সিমেন আমদানী করা হয়েছে। ২। প্রকল্প এলাকায় ১০৪০০জন কৃষক বা খামারী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। ২৫,০০০ জন কৃষক বা খামারী নির্বাচন ও ১০৪০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন। ৪। নির্বাচিত কৃষক বা খামারীদের নিকট থেকে ২০,৮০০টি গাভী নির্বাচন সম্পন্ন। ৫। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৩৯০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন ৬। নির্মান কাজ সম্পন্ন। ৭। ২১টি ষাঁড় বাছুর ক্রয়। ৮। লিকুইড নাইট্রোজেন ও খাদ্য ক্রয় সম্পন্ন। ৯। ৮০ টি ওয়িং স্কেল ও ইকুইপমেন্টস ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ৪৫ টি ওয়িং স্কেল ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ২১/০১/২০১৫ তারিখের ১৩৬ সংখ্যক স্মারকে রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) উদ্দেশ্যঃ ভিভিএম এবং এএইচ বিষয়ে সমন্বিত ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করণ। প্রকল্প এলাকাঃ ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।	২৫৪৭.৯৬	৯০০.০০	২.০০ (০.০২%)	১৫০৮.৯৮ (৫৯.২২%)	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ঃ ১। জিমনেসিয়ামের যন্ত্রপাতি, খামারের ইকুইপমেন্ট, বইপত্র ইত্যাদি ক্রয়। ২। ভেটেরিনারি ডায়গনষ্টিক ল্যাবের ৩য় তলা সম্প্রসারণ, মহিলা হোস্টেলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ, অডিটরিয়াম, ব্যামাগার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ। ৩। ডিপিপিতে ৯ টি পদের সংস্থান রয়েছে (প্রেষনে ২, সরাসরি ৪(কর্মকর্ত ২, কর্মচারী ২), আউটসোর্সিং ৩)। ৪। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, এয়ারকুলার, পশুপাখি, খাদ্যে ও অন্যান্য মালামাল ক্রয় কাজ আংশিক সম্পন্ন।	১। জিমনেসিয়াম নির্মাণ ও জিমনেসিয়ামের যন্ত্রপাতি, খামারের ইকুইপমেন্ট ও বইপত্র ক্রয় সম্পন্ন। ২। ছাত্রী হোস্টেলের ৪র্থ এবং ৫ম তলা সম্প্রসারণ , ব্যামাগারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, মাটি ভরাট, ভেটেরিনারি ডায়গনষ্টিক ল্যাবের ৩য় তলা সম্প্রসারণ, দ্বিতীয় প্রবেশদার নির্মাণ সম্পন। ৩। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, এয়ারকুলার, পশুপাখি, খাদ্যে ও অন্যান্য মালামাল ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪। ১টি বাস ও ১ টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। ৫। একাডেমিক ভবন রিমডেলিং ও সংস্কার এবং মেডিকেল সেন্টারের কাজ চলমান। ৬। অডিটরিয়াম নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। অধিদপ্তর থেকে ০৪/০২/২০১৫ তারিখের ২৪৯ সংখ্যক স্মারকে রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
৮.	ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) উদ্দেশ্যঃ সুপিরিয়র প্রুভেন বুল উৎপাদন , উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সীমেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রকল্প এলাকাঃ ২২ টি জেলার ১৮১ টি উপজেলা।	৪৪১৩.০০	১২৪০.০০	৪৯.৫৪ (৩.৯৯%)	২১১৩.০৫ (৪৭.৮৮)%	প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহঃ ১) ৪,০০০ জন সংযোগ খামারী, ৫০০ জন এলিট গাভীর মালিক, ২৫৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৬০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২) ৫০০ টি এলিট গাভী (দুধ উৎপাদন ২০ লিঃ/দিন) নির্বাচন, রেজিস্ট্রেশন ও বুল মাদার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ৩) ৪,০০০ সংযোগ খামারিকে ৫০০০/- হারে ইনসেনটিভ প্রদান এবং ৫০০ জন এলিট গাভীর মালিককে ১০,০০০/- হারে ইনসেনটিভ প্রদান । ৪) ৩০০ টি দেশী- ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের উচ্চ জেনেটিক মানসম্পন্ন বুল কাফ সংগ্রহ করে (প্রতি বছরে ৬০টি করে) তার মধ্য হতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চুড়ান্তভাবে ১০০ টি ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচন। ৫) উক্ত ১০০ টি ক্যান্ডিডেট বুলের সিমেন দ্বারা উৎপাদিত বকনা প্রজেনীর দুধ উৎপাদন তথ্যাদি মূল্যায়ন করা হবে। ১ম বছরে নির্বাচিত ২০ টি ক্যান্ডিডেট বুলের প্রজেনীর তথ্যাদি মূল্যায়ন করে প্রকল্পের শেষ বছরে ৩-৪টি সুপিরিয়র প্রুভেন বুল ঘোষণা করা হবে। ৭) কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় ৬০টি বুলের জন্য ৬টি বুল শেড নির্মান করা হবে।	১) সংযোগ খামারী ও এলিট গাভী নির্বাচন চলমান রয়েছে। ২) প্রকল্পের আওতায় ২৩ জন কর্মকর্তা ও ৪৬ জন (৩ জন সরাসরি এবং ৪৩ জন আউট সোর্সিং) কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্ন। ৩) ৩০২৫ জন খামারী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন। ৪) ২৭৩৮ জন সংযোগ খামারীকে এবং ২৮৭ টি এলিট গাভীর মালিক কে ইনসেনটিভ প্রদান। ৫) ১০৬ টি ট্রায়ার বুল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬২ টি Candedate bull হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছ এবং Candedate bull সংগৃহীত সিমেন মাঠ পর্যায়ে প্রজননের জন্য বিতরণ করা হচ্ছে। ৬) ২য় পর্যাযে ৪০ টি Candedate bull নির্বাচন করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৩৫ টি বুলের সিমেন দ্বারা মাঠ পর্যায়ে গাভী/বকনাকে প্রজনন করা হয়েছে। ইত্যোমধ্যে ২৬ টি Candedate bull-এর ১৪৫০টি বকনা প্রজেনীর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক ৮টি প্রুভেন বুল পাওয়া গিয়েছে। ৭) প্রকল্পের আওতায় ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ এবং ১টি ট্রাক ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ৮) ৬,২৫,০০০ টি সিমেন স্ট্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ৯) প্রকল্পের আওতায় ২৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার , ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফ্যাক্সমেশিন, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ২৫টি মডেম ক্রয় করা হয়েছে। ১০) ৬টি বুল সেড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান । ১১) ১২৬ টি ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা হয়েছে , ৬২ টি ক্রয় করা হয়েছে এবং বাকী সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি ১৮/০৯/২০১৪ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
৯.	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) উদ্দেশ্যঃ প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক কারীগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। প্রকল্প এলাকাঃ ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৫টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে নেত্রকোণা সদর, গোপালগঞ্জ সদর, ডুমুরিয়া, খুলনা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ৪টি ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং এলটিআই গাইবান্ধাকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরকরণ।	২০৭৩৭.৬৪	৬০০০.০০	১২৭৫.৮৩ (২১.২৬%)	৫৫৮৬.৫৯ (২৬.৯৩%)	১। ১২ একর ভূমি অধিগ্রহণ। নাসিরনগর-বিবাড়ীয়া, নেত্রকোনা সদর, গোপালগঞ্জ সদর এবং ডুমুরিয়া, খুলনা (প্রতিটির জন্য ৩ একর করে)। ২। ৫ টি জায়গায় ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্সএন্ড টেকনোলজি স্থাপন(একাডেমিক ভবন,লাইব্রেরী,ল্যাব, ভ্যাটেরিনারী হাসপাতাল,টিচার্স ডরমেটরী,কর্মচারী ডরমেটরী, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, সীমান প্রাচীর, ইত্যাদী নির্মাণ)। ৩। লাইভস্টক ডিপ্লোমা কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা। কারিকুলাম অনুযায়ী বই তৈরী করে প্রিন্টিং করা এবং কোর্স চালু করা।	১। ৪ টি স্থানে ১২ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ২। উপদেষ্টা প্রকৌশলী ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। এলটিআই গাইবান্দার মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ হস্তান্তর সম্পন্ন। ৪। নাসিরনগরে একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৫। প্রকল্পের আওতায় গাড়ী এবং প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। ৬। বিদ্যমান এলটিআই গাইবান্ধাক ইনস্টিটিউট করে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৭। গোপালগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ডুমুরিয়ায় যথাক্রমে একাডেমিক ভবন,ছাত্র হোস্টেল ও ছাত্রী হোস্টেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ৮। গাইবান্ধায় বাউন্ডারি ওয়াল ,মাটি ভরাট ও প্রিন্সিপাল কোর্য়াটার নির্মান কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ৯। নাসিরনগর এ বাউন্ডারী ওয়াল, মাটি ভরাট, ইলেকট্রিক সাবষ্টেশন ও ডিপ টিউবওয়েল নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ১০। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাবষ্টেশন, ডীপ টিউবওয়েল, পানির লাইন এবং পাম্পহাউজ নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন এবং বাউন্ডারি নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি ১৬/১১/২০১৪ ইং তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদিত হয় ।
১০.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ১। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নতকরণ। ২। বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মকান্ড যথা- ক্ষুদ্র ডেইরী, পোল্ট্রি, গরুর স্বাস্থ্য হৃষ্টপুষ্টকরণ ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম জোরদারপূর্বক দারিদ্র্য হ্রাস। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা- বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর।	৫৫৪৮.২৪	২০০০.০০	২৩৬.২৬ (১১.৮১%)	২২৮১.৪৯ (৪১.১২%)	১। ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন, কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন, ডেইরী, লেয়ার মুরগি, দেশি মুরগি, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি লালন-পালন প্রদর্শনী। ২। স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় দুধ সংগ্রহ ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ। ৩। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ মেরামত ও সংস্কার। ৪। প্রকল্পভূক্ত উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রশিক্ষণ হল, গ্যারেজ, সীমানা প্রাচীর, এআই সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ। ৫। উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যন্ত্রপাতি সরবরাহ। ৬। ৪০০০ সুফলভোগী/খামারি প্রশিক্ষণ। ৭। ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির প্রশিক্ষণ। ৮। কমিউনিটি লাইভস্টক এক্সটেনশন ভলিন্টিয়ার প্রশিক্ষণ ৬৯০ জন।	১। ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন,কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন, ডেইরী ক্যাম্পেইন, গরা হৃষ্টপুষ্টকরণ, লেয়ার মুরগি, দেশি মুরগি, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি লালনপালন, কাফপ্যান, ব্যাকইয়ার্ড পোল্ট্রি প্রদর্শনীসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২। প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ সম্পন্ন রয়েছে এবং ১টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি প্যাকেজের নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রায় সমাপ্ত এবং ১৭ টি প্যাকেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৪। লাইভস্টক কীট বক্স ও খুলনা বিভাগের পুরাতন স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও মেরামত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৫। খুলনা বিভাগের বেস লাইন সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে। ৬। খুলনা বিভাগের রিপায়ারিং কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৭। যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৮।১০ টি জেলায় প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি ০৬/০৭/২০১৫ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছে ।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
১১.	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প(৩য় পর্যায়)। (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০) প্রকল্পে উদ্দেশ্যঃ ১। এআই পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। ৩। দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান(Genetic make-up)উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির করে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ২৯১ টি উপজেলা।	২৬৫৪৩.০৯	৮০০০.০০	১১৫৫.৩০ (১৪.৪৪%)	৫৬১৬.৯৩ (২১.১৬%)	১। ১০ একর জমি অধিগ্রহণ(খুলনা ও রংপুর প্রতিটিতে ৫ একর করে। ২। ২ টি পূর্নাঙ্গ বুল স্টেশন কাম এআই ল্যাব নির্মাণ (ফরিদপুর,চট্টগ্রাম)। ৩। ৫ টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি এআই ল্যাব নির্মাণ(সিলেট,বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, রংপুর)। ৪। টিএমআর স্থাপন। ৫। ১০০০ টি ইউনিয়নে এআই সেড নির্মাণ। ৬। মেশিনারি, ইকুইপমেন্টস্, লিকুইড নাইট্রোজেন ও আসববাপত্র ক্রয়। ৭। ৫০০০ ডোজ সেক্সড সিমেন ক্রয়।	১। খুলনা ও রংপুর জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। ২। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে অফিসকাম ল্যাব, বুল সেড ও কাফ সেডের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৩। সিলেট,বগুড়া ও বরিশালে বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাজ মিনিল্যব এর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ৪। ৩৩০ জন প্রশিক্ষিত এআই টেকনিশিয়ান এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীরদের সপ্তাহ ব্যাপী রিফেশার্স ট্রেনিং সম্পন্ন। ৫। কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার-এর এআই ল্যাবে ৬০ জন এবং রাজশাহী এআইল্যাবে ৩০জন এআই টেকনিশিয়ান স্বেচ্ছাসেবী'র ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের ১টি ব্যাচ সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং অপর ১টি ব্যাচ চলমান রয়েছে। ৬। প্রকল্পের আওতায় ৪৭ জন জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৭। ৬০০ টি ইউনিয়নে এআই শেড নির্মাণ চলমান রয়েছে। ৮। প্রকৌশল উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৯। ১২০০ টি এআই সংক্রান্ত ট্রেনিং ম্যানুয়েল তৈরী করা হয়েছে। ১০। প্রকল্পের আওতায় ১টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। **উল্লেখ্য যে প্রকল্প টি ১৪/০১/২০১৬ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।**
১২.	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১। কৃষক পর্যায়ে অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের সবুজ ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করণের মাধ্যমে গবাদিপশুর পুষ্টি উন্নয়ন। ২। প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় খামার পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শন। প্রকল্প এলাকাঃ ৭ টি বিভাগের ৬১ টি জেলার ১২২ টি উপজেলা এবং ৮ টি সরকারী দুগ্ধ খামার।	২২০২.৬৮	৪৭১.০০	৭৩.০৬ (১৫.৫১%)	১৪৭৬.৮০ (৬৭.০৪%)	১। কৃষক পর্যায়ে ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। উপজেলা, জেলা ও সরকারী ডেইরী খামারে বিদ্যমান ১৯১ টি ফডার নার্সারী প্লটকে সহায়তা প্রদান। ৩। কৃষক পর্যায়ে ১৮৩০ টি HYV ফডার চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন । ৪। কৃষক পর্যায়ে ১৮৩০ টি খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রদর্শনী । ৫। কৃষক পর্যায়ে ১৮৩০ টি সবুজ ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করণ প্রদর্শনী। ৬। ক্রিমিনাশক ও ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ক্রয়। ৭। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়। ৮। ১২২ টি বাইসাইকেল ক্রয়।	১। কৃষক পর্যায়ে ১২২০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। ১৮১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। উপজেলা, জেলা ও সরকারী ডেইরী খামারে বিদ্যমান ১৮৪ টি ফডার নার্সারী প্লটকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৪। কৃষক পর্যায়ে ২৪৪ টি HYV ফডার চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন। ৫। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আংশিক ক্রয় করা হয়েছে। ৬। ১২২ জন CEA কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৭। কৃষক পর্যায়ে ১৩৪২ টি সাইলেজ, ১৮৩০টি ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র ট্রিটমেন্ট প্রদর্শনী সমাপ্ত। ৮। ১টি ফডার হারভেষ্টার, ১টি পাওয়ারটিলার এবং ২৮০টি ইরিগেশন এক্সিসরিজ এর ক্রয় সম্পন্ন। **উল্লেখ্য যে প্রকল্প টি ০৫/০১/২০১৬ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।**

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট /১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট /২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
১৩.	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যেও মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১। পশু খাদ্যে উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যে ও ফিল্ড এডিটিভ্স এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং এদের পুষ্টিগত মান নিশ্চিতকরণ। ২। মানব খাদ্যে হিসাবে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত এর মাণ নিয়ন্ত্রণ। ৩। প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যাবহার যোগ্য ঔষধ ও অন্যান্য বায়োলজিক্স এর মাত নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ ও প্রদান। ৪। প্রাণিসম্পদ উপখাত হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধি এর বাস্তবায়ন ও খসড়া প্রণয়ন। প্রকল্প এলাকাঃ সাভার, ঢাকা।	৬৬১৩.২৬	২০০০.০০	২৩.৪০ (১.১৭%)	১১২.১০ (১.৬৯%)	১। ৬ তলা ল্যাব ভবন, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ডরমেটরিসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। ২। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট স্টোক হোল্ডাদের প্রশিক্ষণ। ৩। ল্যাবঃ যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল্স ও রি-এজেন্ট ইত্যাদি ক্রয়। ৪। ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন। ৫। মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত গবেষণা। ৬। কম্পিউটার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়।	১। প্রকৌশল উপদেষ্টা নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৬ তলা বিশিষ্ট ল্যাব ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৩। ৪ তলা ডরমেটরি ভবন নির্মান কাজের কার্যাদেশে প্রদান করা হয়েছে। ৪। কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশীয় প্রশিক্ষণের মডিউল তৈরীর কাজ চলছে। ৫। কম্পিউটার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রকল্পটি ১২/০৪/২০১৬ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ,উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট /১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	আগস্ট/১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	আগস্ট/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
১৪.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রম ফেজ-২(২য় পর্যায়) প্রকল্প। (০১/১০/২০১৫-৩০/০৯/২০২১) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১। প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ২। সম্প্রসারণ এবং পণ্য সরবরাহ ও বাজার ব্যাবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মহিলা খামারীদের খামার পর্যায়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খামারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্প এলাকাঃ ৮টি বিভাগের ৫৭ টি জেলার ২৭০টি উপজেলা।	৪৬০৫৮.০০ (৩৫২৯২.০০)	৯৯৮৬.০০	১৪০.২৩ (১.৪০%)	১৬২১.০৩ (৩.৫১ %)	১। ৮১৩০ টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) গঠন ও সহায়তা প্রদান (প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি করে পুরাতন উপজেলাগুলোতে ৩৫৪৯টি এবং নতুন উপজেলাগুলোতে ৪৫৮১টি) সিআইজি কার্যকর থাকেবে। ২।প্রতিটি ইউনিয়নে ৩জন করে মোট ২৭১০ জন (পুরাতন ১১৯১ এবং নতুন ৪৫৬০)কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট ফর লাইভস্টক (CEAL) উন্নয়ন ও নিয়োজিত করা হবে যারা খামারীদের প্রাণিসম্পদ লালন-পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খামারীদের সহায়তা প্রদান করবে। ৩। মোট ২০৮৪১০ জন প্রাণিসম্পদ পালনকারী খামারীকে (পুরাতন প্রতি সিআইজিতে ২০জন করে মোট ৭০৯৮০ জন এবং নতুন প্রতি সিআইজিতে ৩০ জন করে মোট ১৩৭৪৩০ জন) সংগঠিত করা হবে। ৪। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৪০৬৫০টি সিআইজি মাইক্রোপ্লান (বার্ষিক ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রতি বছর প্রতি সিআইজিতে ১টি কে প্লান) প্রণয়ন করা হবে। ৫। খামরী পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য ২৯৪১৫ টি প্রযুক্তি প্রদর্শনী, ১১১০০ টি ঘাস চাষ প্রদর্শনী, ৪০৫১৫ টি মাট দিবস, ১১১০ টি শিক্ষা সফর, ২৭৭৪ টি নন-সিআইজি খামারী সবাবেশ, ৫৮৩৩৮ টি টিকা প্রদান ক্যাম্প, ২৯১৬৯ টি কৃমি দমন ক্যাম্প এবং ২২৯২৫ টি ইনফার্টিলিটি ক্যাম্প ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হবে। ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রাণিসম্পদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণ কৌশলের উপর ২২২ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৪০ জনকে বিদেশ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সফর প্রদান করা হবে। ৭। কৃষিতে উদ্ভাবন তহবিল Agriculture Innovation Fund-(AIF) এর অধীনে প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-প্রকল্প খামারী পর্যায়ে বাস্তবায়ন এবং পন্য সরবরাহ ও বাজারজাত করণকে শক্তিশালী করা সহ স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন। ৮। কৃষির বিভিন্ন অংগ ও সুফলভোগীর পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন,প্রযুক্তি হস্তান্তর, তথ্য বিনিময়, বাজারে ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্তির জন্য সম্বনিত আইসিটি সেবা প্রদান। ৯। সিআইজিভুক্ত খামারীদের উন্নয়ন পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ লালন পালন বিষয়ক ১৮৪৬৭ ব্যাচ, সিআইজি দলনেতাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন বিষয়ক ২৭৮৮ ব্যাচ এবং ভ্যালুচেইন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ১২০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	বাস্তব অগ্রগতিঃ ১। প্রেষণে ৭ জন কর্মকর্তা নিয়াগ সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৯৪ জন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা স্ব- স্ব কর্মস্থলে যোগদান করেছেন এবং নির্বাচিত অবশিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩। সর্বমোট ১,৪৮,৩৪৮ জন আবেদনকারী ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট পদে আবেদন করেছেন এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৪। কোর কন্ট্রাক্টচুয়াল ষ্টাফ নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে । ৫। বিভিন্ন নির্মান কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৬। প্রাণিপুষ্টি ভবণের ৫ম তলার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৭। TOT for Master Training ১ব্যাচ, সিল স্কিল ডেভেলপমিন্ট ১ব্যাচ এবং ৮ টি রিজিওন্যাল ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। ৮। মাঠ পর্যায়ে ১৪৭৭ টি ঘাস প্রদর্শনী, ৪৪৮ টি মাঠ দিবস আয়োজন, ২৬৬৮ টি ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন ও ২৬৬৮ টি ডি-ওয়ামিং ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রকল্পটি ২১/০৭/২০১৬ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।